R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮২শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০২ সাল।
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

আটানব্বই সালে সেতু উদ্বোধনের আশ্বাস দিয়ে গেলেন মন্ত্রীরা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ২৪ ফেব্রুয়ারী দুপুর নিনটেয় রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘটে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী 'ভাগীরথী সেতু'-র শিলান্যাস করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী এবং সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রাণমন্ত্রী ছায়া ঘোষ ও শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুর রহমান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক আবদুল হক, সাংসদ জয়নাল আবেদিন, মুখ্য বাস্তুকার গৌরহরি মাজি ও পৌরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। গাড়ীঘাটে শিলান্যাস অনুষ্ঠানের কাজ দুপুর আড়াইটায় শুরু হয়ে শেষ হতে প্রায় বেলা পৌনে চারটে হয়ে যায়। অনুষ্ঠান মঞ্চের সাজসজ্জা ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পূর্ত (সড়ক) বিভাগ সবার প্রশংসা অর্জন করেন। সভার শুরুতে সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী সেতুর ব্যাপারে বলেন, এই দাবী মুখ্যমন্ত্রীর কানে আমরা বহুবার তুলেছি। কারণ এই সেতু জেলার অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। প্রধান সেতুটি ৩৫০ মিটার দীর্ঘ হবে এবং দু'পারে আরও ৩০০ মিটার করে দীর্ঘ হয়ে শেষ হবে। এতে মোট সাড়ে-সতের কোটী টাকা লাগবে। স্থানীয় পৌরপতি এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন। পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী বলেন, এই সেতুর জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছি। দুই যমজ শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য স্থানীয় বিধায়ক ও সভাধিপতি দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করে আসছিলেন। এই সেতুটি রাজ্যের ৭৯ তম, সেতুর শিলান্যাস হ'লেও অধিকাংশ সেতু বেসরকারী সংস্থা করে তা থেকে টোলট্যাক্স আদায় করে তারপর তা রাজ্য সরকারকে ছেড়ে দেবার মতো চুক্তি হয়েছে। কিন্তু এই সেতুটি তৈরীতে সরাসরি রাজ্য সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হওয়ায় পূর্তমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে তাঁদের উদ্বেগের কথাও ধরা পড়ে। এ ব্যাপারে পূর্তমন্ত্রী বলেন আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রমাণিত হ'লো পুলিশ ও প্রশাসন সচেষ্ট হলে লক্ষ লক্ষ টাকার চোরাইমাল উদ্ধার হয়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে মহকুমার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ, প্রশাসন, বিএসএফ, কাষ্টমস্, ফুড সাপ্লাই একত্রে অভিযান চালিয়ে প্রায় পনের লক্ষ টাকার বাংলা-দেশগামী পাচার মাল উদ্ধার করেছে। বিশেষতঃ কেবল ১১ ফেব্রুয়ারী রাতে মাত্র ঘণ্টা চারেকের অভিযানে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ঘাটে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার চোরাই মাল উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে আছে ৭৭ কেজি সিল্ক, সুতো ১৫০ কেজি দারুচিনি, এলাচ-লবঙ্গ, গাঁজা ও বিভিন্ন নেশার সামগ্রী, বেশ কিছু বিদেশী সামগ্রী ও প্রচুর গরু-মোষ। এছাড়া গত ৩ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ নৈশ অভিযানে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম ও ঘাট থেকে সুতো, চিনি, সঃ তেল, মসলা ইত্যাদি প্রচুর জিনিষ আটক করে, যা বাংলাদেশের পথে যাচ্ছিল। পূর্বে আমাদের পত্রিকায় বাংলাদেশের পথে সারি সারি গবাদি পশু, ভোগ্যপণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ চলে যাওয়ার খবর বহুবার প্রকাশিত হয়েছে এমন কি দিন দুপুরে ধুলিয়ান শহরে সার দিয়ে ভ্যান রিক্সায় (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তপশীলীভুক্ত না করা হলে দশ লক্ষ চাঁই নির্বাচন বয়কট করবেন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ চাঁই সমাজকে তপশীলী-ভুক্ত করার দাবী নিয়ে পঃ বঃ চাঁই উন্নয়ন সমিতি মালদহ কালিয়াচকের লক্ষ্মীপুরে এক বিশাল সমাবেশ করলেন গত ১৭ ফেব্রুয়ারী। সমাবেশে চাঁই উন্নয়ন সমিতির নেতারা ছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ বি এ গণি খাঁন চৌধুরী ও কংগ্রেস বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। গণিখাঁন বলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর সমর্থন সর্বক্ষণের। তিনি চাঁইদের এই দাবী নিয়ে সংসদে তৎপর হবেন। তিনি আরোও বলেন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও গণতন্ত্রের পূজারী। তিনি শীঘ্রই মালদহে আসছেন, সেখানে আপনারা এই দাবী নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হোন। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কন্যাকে ধর্ষণ করতে গিয়ে স্ত্রীর হাতে স্বামী নিহত

ধুলিয়ান ঃ সামসেরগঞ্জ থানার ভাসাই পাইকর অঞ্চলের শেখপুর গ্রামের সুকুর্দী সেখ (৪২) স্ত্রীর হাতে নিহত হন। খবর গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ মত্তপ অবস্থায় বাড়ীতে এসে তাঁর নয় দশ বছরের কন্যাকে ধর্ষণ করতে গেলে মেয়েটি চীৎকার করতে থাকে। মেয়ের চীৎকারে মা হাসিনা বিবি ছুটে এসে স্বামীকে বাধা দেন। বাধা দেবার সময় স্বামীর গলায় নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে টেনে আনতে গেলে দম বন্ধ হয়ে সুকুর্দী মারা যায়। হাসিনাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মেয়ের মা তাঁর জবানবন্দীতে বলেন মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে অনিচ্ছায় স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়ে ফেলেছি।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০২ সাল।

।। শিলান্যাস প্রসঙ্গ ।।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজ্য মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রীসহ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আগমন উপলক্ষে বেশ কয়েক দিন ধরিয়া শহরে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ডাকবাংলো হইতে ম্যাকেঞ্জী পার্কের পার্শ্বস্থিত রাস্তা বরাবর গাড়ীঘাট পর্যন্ত এবং রাম সেন সেতু হইতে গাড়ীঘাট পর্যন্ত রাস্তার সুন্দর সংস্কার হয়। পথের ধারে অবস্থিত দোকানপত্র উঠাইয়া দেওয়া হয়। পূর্বদিন একটি পর্যবেক্ষণকারীর দল হেলিকপটারে উড়িয়া আসিয়া হেলিপ্যাড, মঞ্চ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া গেল। শনিবার অপরাহ্নে নির্ধারিত সময়ের বেশ পরে সদলবলে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপটারে আসিলেন। প্রথমে গাড়ীঘাটে শিলান্যাস ও কিছু ভাষণ-প্রদানপর্ব অনুষ্ঠিত হইল। ইহার পর ম্যাকেঞ্জী ময়দানে একটি প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি ফিরিয়া যান।

জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই এর লোক-গোষ্ঠী এই সেতু নির্মাণের কিছু শর্ত আরোপ করিলে রাজ্যসরকার পিছাইয়া আসেন। এখন রাজ্যসরকারের অর্থ ও পূর্ত দপ্তর, জেলা পরিষদ ও স্থানীয় পৌরসভা নাকি এই সেতু নির্মাণের দায়িত্ব লইয়াছেন। উপস্থিত হিসাব অনুযায়ী জানা যায় যে, এই সেতু নির্মাণ প্রকল্পে কুড়ি কোটি টাকা খরচ হইবে। পুরপতির কথা হইতে জানা গিয়াছে যে, যদিও সেতু নির্মাণের লক্ষ্যসীমা পাঁচ বৎসর, তবু তাহা তিন বৎসরের মধ্যে শেষ করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে। সেতু নির্মাণের প্রারম্ভিক ব্যয় হিসাবে জেলা পরিষদ ও পৌরসভা মিলিতভাবে এক কোটি টাকা, রাজ্য অর্থদপ্তর এক কোটি টাকা এবং রাজ্য পূর্ত দপ্তর এক কোটি টাকা দিবেন। পরবর্তীকালে টাকার জোগান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত আশ্বাস তেমন কিছু জানা যায় নাই। তবে বিভিন্ন ভাষণ হইতে বুঝা যায় যে, এই সেতু নির্মিত হইবে এবং সর্বজনীন স্বার্থে সকলকে আগাইয়া আসিতে হইবে।

শিলান্যাসপর্বের ভাষণাদি প্রকারান্তরে নির্বাচনী প্রচার বলা যায়। কারণ প্রসঙ্গক্রমে হাওলা কেলেঙ্কারী প্রভৃতি দুর্নীতির কথা উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দুর্নীতি, কংগ্রেস দলের অযোগ্যতা ইত্যাদি কথা শুনা গেল। রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কেহ হাওলায় জড়িত হন নাই। অতএব নির্বাচনের সময় জনগণকে অবশ্যই সব দিক চিন্তা করিতে হইবে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিপূর্বে নানাভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দুর্নীতির কথা বলিয়াছেন। শিলান্যাস পর্বে তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

যাহা হউক, ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মিত হইবে। সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। এখানকার উন্নয়ন নিশ্চয়ই বিলম্বিত হইবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলে। এই রাজ্যে এ পর্যন্ত যত শিলান্যাস হইয়াছে, তাহার কয়টির কাজ হইয়াছে, মানুষ তাহা জানে না। সবই যেন ধোঁয়াশায় রহিয়াছে। এক সময় বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জিগির আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়াছিল; আজ সে বিদ্যুৎ চমক নাই। অনুরূপ অবস্থা সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের। পূর্বেকার অন্যান্য শিলান্যাস বামফ্রন্ট আমলে হইলেও, স্থবিরত্ব লাভ করিয়াছে। বর্তমান মাসে যে যে শিলান্যাস হইয়া গেল, তাহার রূপায়ণ কতদিনে হইবে বা আদৌ হইবে কিনা, জানা নাই। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই জাতীয় কাজের হয়ত সুফল মিলিতে পারে, তাই এবংবিধ পদক্ষেপ।

এখানকার শিলান্যাস অনুষ্ঠানের জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ ছোট ছোট দোকানগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয়। দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষের কয়েকদিন রুজি-রোজগার বন্ধ থাকে। বৃহৎ কার্যের ব্যাপারে ইহা সহনীয়। তবে আশার কথা, আগামী আরও বেশ কিছু বৎসর পথিপার্শ্বস্থ দোকানদার, গাড়ীঘাটের ফেরি মাঝি, গাড়ি পারাপারের জন্য মোটরচালিত বড় বড় বোটের মালিকেরা রোজগারশূন্য হইবেন না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু কথা

ধন্য রমাপতিবাবু। জনসাধারণের রায় নিয়ে আপনি বুঝিয়ে দিলেন রঘুনাথগঞ্জ স্কুলে শেষ কথা বলার অধিকার এখন পর্যান্ত আপনারই। আপনার অতীতের কার্য্য-কলাপকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিল জনসাধারণ এবং আগামী তিন বছর তাঁদের ছেলেদের ভালমন্দের ভার আপনার উপর দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে আপনিই ছাত্রদের প্রণাম পাবার যোগ্য। তাই প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমি আপনাকে প্রণাম জানাই।

সেদিন নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে স্কুলের সামনে উপস্থিত ছিলাম। আমি জানতাম লোহারামবাবুর মত আপনিও স্কুল গেটের সামনে উপস্থিত থাকবেন। হলও তাই। আপনি নিশ্চয়ই বুঝলেন আপনার উজ্জ্বল ভাবমূর্তির সামনে ওদের মুখ বিবর্ণ হতে লাগল। পুলিশের সহায়তায় গেটের সামনের জায়গাটি পরিষ্কার রাখার ভনিতা করা হল। বিচক্ষণ ব্যক্তি আপনি, বুঝলেন এর লক্ষ আপনি। নিঃশব্দে চলে গেলেন ফেলু দত্তের দোকানের সামনে। জনসাধারণের কিন্তু দৃষ্টি এড়ায়নি ব্যাপারটি। মুখে মুখে প্রচার হতে লাগল এ কথা। আপনার মত এক ব্যক্তিত্বকে স্কুল গেটের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার এই ঘৃণ্য প্রয়াস জনসাধারণ সহ্য করবেন কেন? স্কুলের ক্ষমতা পেলে তো ওদের এই রূপ আরও নগ্নভাবে প্রকাশ পাবে। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতি করতে পারি কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র সম্বল আমাদের ছেলেদের লেখাপড়ার স্থানে ঘৃণ্যভাবে রাজনীতি হোক এটা আমরা চাইব কেন? মাষ্টারমশাই, জনসাধারণ আজ খুব খুশী। তাঁরা বুঝে নিয়েছেন আপনি স্কুলে আসছেন। স্কুলের হাল ধরার পূর্বে অভিভাবক হিসাবে আমি কয়েকটি কথা আপনার গোচরে আনতে চাই। আমি বিশ্বাস করি রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের জন্য নিবেদিত-প্রাণ দুটি। ৺লোহারামবাবু এবং আপনি। একজন অতীত, আপনি বর্তমান আপনি জানেন কি স্কুলের নতুন বিল্ডিং যেখানে, আমার মনে হয় এক হাজারের বেশী ছেলে পড়ে, তার করুণ অবস্থার কথা। টিফিনের পর সেখানে কটি ক্লাস হয়? শিক্ষক মশায়রা ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হতেন কি? ঘণ্টা পড়ার কয় মিনিট পর তাঁরা ক্লাসে যেতেন? ক্লাসে গিয়ে পড়াশোনা করান হত না—১০/১২ পৃষ্ঠা পড়া দিয়ে তাঁদের কর্তব্য সমাপন করতেন! ছেলেদের স্কুলে যাবার অনাগ্রহ কেন? আপনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন মাষ্টারমশাই আপনারই সুবিধা হবে। তবে সব মাষ্টারমশাই এই দলভুক্ত নন। এই দলে কারা ছিলেন আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। আপনি জানেন কি মাষ্টারমশায়, আপনার জেতার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে ভিন্নরূপ। যথা সময়ে স্কুলে আসা, ক্লাসে যাওয়া, ক্লাসে পড়ান। আপনি না আসতেই যদি এই পরিবর্তন হয় তবে এলে আরও ভাল হবে, তাই আমরা আনন্দিত। আর একটা ব্যাপারের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রঘুনাথগঞ্জের দু'একটি পাড়ায় আপনার স্কুলের কিছু শিক্ষকের আড্ডা সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কান পেতে শুনুন (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

আশ্বাস দিয়ে গেলেন মন্ত্রীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাই আমাদের পেশাদারী সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই সেতু তৈরীতে কোন সংস্থাই এগিয়ে আসেনি। তাই প্রাথমিকভাবে রাজ্যের অর্থদপ্তর তিন কোটি, জেলা পরিষদ ও পুরসভা মিলিতভাবে তিন কোটি টাকা দিচ্ছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে পূর্ত ও অর্থদপ্তর মিলে টাকার সংস্থান করার আশ্বাস মন্ত্রী দেন। তিনি বলেন ব্রীজের মাটি পরীক্ষা ও ডিজাইনের কাজ শেষ হয়েছে। নির্মাণ কাজও তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। কারণ দেরী হলে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাবে। সেতু তৈরী করতে স্থানীয় কিছু মানুষের জমি সরকারকে অধিগ্রহণ করতে এবং রাস্তা পার্শ্বের ঘরবাড়ী ভাঙ্গতে হবে বলে ক্ষিতিবাবু জানান। তিনি বলেন, আশা করি দাদাঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত জঙ্গিপুরের মানুষ এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে তাঁর মর্যাদা রাখবেন। স্থানীয় পৌরপতি মৃগাঙ্কবাবু বলেন, আজকের শুভদিনটাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সেতুর শিলান্যাসের আন্দোলন সফল হওয়াতে পৌরপতি মঞ্চে উপবিষ্ট মন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, কিছু উন্নয়ন বিরোধী মানুষ সেতু নির্মাণ নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন। রাজ্যে কোন উদ্বোধনের ফলক একই অবস্থায় পড়ে নাই বা ভূপাতিতও হয়ে নাই। তবে পৌরপতি তাঁর পৌর এলাকার মধ্যেই ১৯৮০ সালে তৎকালীন বামফ্রন্টের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী প্রশান্ত শূর সামান্য বাজেটের যে শিশু উদ্যানের শিলান্যাস করে যান, তার ফলক আজও এসডিও কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একই অবস্থায়, জঙ্গিপুরের দু'পারে জলপ্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে ফাইলবন্দী—তার উল্লেখ করেননি। সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শহীদ নলিনী বাগচী ও শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মশায়ের স্নেহধন্য জঙ্গিপুর শহরে আজ সেতুর উদ্বোধন করতে পেরে আমরা গর্বিত। তবে এর কৃতিত্ব তিনি সম্পূর্ণ সভাধিপতি, পূর্তমন্ত্রী ও পুরপতিকে অর্পণ করেন। দেবুবাবু বলেন, বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে ধাপ্পা দেয় না। আমরা যা বলি তাই করি। ত্রাণমন্ত্রী ছায়া ঘোষ বলেন, আমি জঙ্গিপুর কলেজে পড়বার সময় এই গঙ্গা পার হ'তে বর্ষাকালে বেশ কষ্ট পেয়েছি। তাই এই ব্রীজের উপযোগিতা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুর রহমান বলেন, ১৯৯১ সালে মন্ত্রী হবার পর এখানে এলে সবাই তাঁর কাছে এই ব্রীজের আবেদন জানিয়েছিলেন। তাই আজ এই সেতুর শিলান্যাসে তিনিও খুশী। তিনি জানান, আগামী ২ মার্চ সি আই আই-এর পাঁচজন প্রতিনিধি ফরাক্কায় আসছেন শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে সার্ভে করতে। অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের বক্তব্যেও অর্থ যে সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় বাধা তা স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন সেতু নির্মাণে মোট ১৭ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। স্থানীয় পুরসভা ও জেলা পরিষদ মিলিতভাবে তিন কোটি টাকা দেবে। বাকী ১৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাজ্য সরকার করবেই বলে অর্থমন্ত্রী বেশ জোর দিয়েই বলেন। তিনি জানান, রাজ্য থেকে সরকার যে কর আদায় করেন তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ রাজ্য সরকার পান। বাকী অর্থ কেন্দ্রেই চলে যায়। তাই রাজ্যের এই আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আগামী আটানব্বই সালের মধ্যেই এই সেতুর কাজ শেষ হবে বলে তিনি জানান। এই কাজ পূর্ত দপ্তর এবং জেলাপরিষদ যৌথভাবে তদারকি করবেন। সেতু নির্মাণে যাতে এলাকার বেকার যুবকরা কাজ পান তারও চেষ্টা করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানান। এছাড়া সেতু নির্মাণকালে প্রতি তিন মাস অন্তর সেতুর অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ্যে টাঙানো থাকবে বলেও অসীমবাবু জানান। এ ব্যাপারে তিনি সব শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা চান। অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন. আজ বড়ই আনন্দের দিন। এই সেতুর দাবী গত ১৯৬৭ সাল থেকে উঠে আসছে। এই সেতু জেলায় শিল্পের অগ্রগতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। তবে সেতুর শিলান্যাস করেই বসে থাকলে হবে না. কাজের তদারকিও প্রয়োজন। তিনি বলেন মানুষকে ফাঁকি দিয়ে আমরা ভোট চাই না। কংগ্রেস মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। ওরা বিদেশে আমাদের মাথা হেঁট করেছে। আপনারা ওদের ভোট দেন কেন? কৃষিতে পঃ বঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। জ্যোতিবাবু বলেন, আমাদের কাজের ভুল ত্রুটি হতেই পারে। আপনারা নির্ভয়ে তার সমালোচনা করুন। নেতাদের দোষ থাকলে তারও সমালোচনা করুন। ভাষণের পর জ্যোতিবাবু মঞ্চের পাশেই সেতুর শিলান্যাস করে অনতিদূরে ম্যাকেঞ্জী-পার্ক ময়দানে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখতে চলে যান। তবে বর্তমানে জ্যোতিবাবুর জনাকর্ষণী ক্ষমতায় যে ভাটার টান পড়েছে তা লোক জমায়েত দেখেই বোঝা গেছে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হাজার পাঁচেক এবং ম্যাকেঞ্জী পার্কে কুড়ি/বাইশ হাজার লোকের সমাগম হয়। জেলা বামফ্রন্ট আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জেলা সম্পাদক মধু বাগ সভাপতিত্ব করেন। সভায় মধুবাবু ছাড়া সিপিআই-এর ওয়াহেদ রেজা, নবাবজানি মির্জা, সেচমন্ত্রী, ত্রাণমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সব বক্তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দুর্নীতি নিয়েই সরব থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস দেশের সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করেছে। জিনিষের দাম কমাতে পারেনি। দেশে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়েছে। হাওয়ালা কেলেঙ্কারীতে যুক্ত প্রধানমন্ত্রীর আজই পদত্যাগ করে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা উচিত। পিভি বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন ভিপি সিং-এর ছেলের নামে দলিল জালিয়াতী করেছিলেন। তাই আমরা যদি রাজ্যে ১০টি দলের সরকার চালাতে পারি, কেন্দ্রে কেন একটা মিলেজুলে সরকার চালাতে পারবো না? বক্তব্য শেষে মুখ্যমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জী ময়দান থেকেই হেলিকপ্টারে রওনা হয়ে যান।

চোরাইমাল উদ্ধার হয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাল পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘাটের রাস্তায় যাবার খবরও আমরা প্রকাশ করেছি। এমনকি ধুলিয়ানে রিক্সাকে বেশী রোজগারের আশায় ভ্যান রিক্সায় রূপান্তরিত করার ফলে সাধারণ মানুষের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক এই রকম সময়েই প্রশাসন পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক রাতের অভিযানেই প্রচুর চোরাই মাল ধরা পড়ে গেল। আশা রাখি এ রকম হঠাৎ চেকিং-এর ব্যবস্থা থাকলে আমাদের এই সীমান্তবর্তী মহকুমাতে প্রচুর চোরাই মাল ধরা পড়বে। আমাদের প্রতিবেদককে এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল জানান, উদ্ধার করা সমস্ত মাল কাষ্টমসের হেপাজতে থাকছে। পরে নিলামে বিক্রি হবে। এ ছাড়া দেবব্রতবাবু আরও জানান, প্রশাসন এখন থেকে প্রায়ই এরকম হঠাৎ চেকিং চালাবে। এসেন্সিয়াল কমোডিটি এ্যাক্টে এখন থেকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যেমন চাল, চিনি, গম, কেরোসিন—এ সমস্ত জিনিষ এনফোর্সমেন্টের সহযোগিতায় আটক করা হবে।

উচ্চ বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু কথা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মাষ্টারমশাই। ছাত্রদের চরিত্র গঠনে যেমন বাপমায়ের ভূমিকা আছে তেমনি স্কুল তথা শিক্ষক মহাশয়দেরও ভূমিকা আছে। ছাত্ররা শিক্ষকদের গুণাবলীকে অনুকরণ করার যেন সুযোগ পায় সেদিকেও একটু দৃষ্টি দেন। কথাগুলো কিন্তু শুধু আমার একার কথা নয়। সমস্ত জনসাধারণ তাই আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে। স্কুল সম্বন্ধে আপনার দায়িত্ব কিন্তু আমরা অনেকটা বাড়িয়ে দিলাম। আপনার ব্যক্তিত্ব ও আশীর্বাদ স্কুলের উপর বর্ষিত হোক—এই আমাদের আশা।

—জনৈক অভিভাবক

মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত থাকেনি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৪ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় গাড়ীঘাটে ভাগীরথী সেতুর শিলান্যাসের শেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। জ্যোতিবাবু সাধারণ মানুষের মধ্যে হারিয়ে যান। তার আগে পর্যন্ত জেড ক্যাটাগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে শহরে নানা কথা মানুষের মুখে মুখে ঘুড়ে বেড়ায়। অনুসন্ধানে জানা যায়—হেলিকপ্টার থেকে শিলান্যাস মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য প্রথমে কলকাতা থেকে বুলেট প্রুফ গাড়ী আনার কথা হলেও পরে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের নির্দেশ মতো মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক ফরাক্কা এনটিপিসি থেকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিশেষ গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানের দিন সকালে গাড়ীর ড্রাইভারসহ গাড়ীটিকে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া সিআইডির লোকজন মঞ্চ ও শহরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকে। বোম্ব স্কোয়াডের টিমও কুকুর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। এ ছাড়া আটজন 'ব্ল্যাক ক্যাট'সহ বেশ কিছু মহিলা পুলিশকেও মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় আনা হয়। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ঢোকার মুখে তিন জায়গায় আইডেনটিটি কার্ড চেক করা হয়। এত সত্বেও শিলান্যাসের সময় সাধারণ মানুষের ভিড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নিরাপত্তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ঠেলাঠেলিতে সাংবাদিক ও নিমন্ত্রিত অতিথিরা দিশাহারা হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শিলান্যাস সভা মঞ্চে আরএসপি এবং ফঃ ব্লক দলীয় ফ্ল্যাগ টাঙালে স্থানীয় এক সিপিএম নেতা আপত্তি তোলেন। সরকারী পর্যায়ের অনুষ্ঠান বলে মহকুমা শাসকের নির্দেশে ফ্ল্যাগগুলো মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়।

চাঁইরা নির্ব্বাচন বয়কট করবেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য সম্পাদক ভরত মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে জানান চাঁইদের তপশীলী-ভুক্ত ঘোষণা নির্বাচনের পূর্বে না করা হলে পঃ বঙ্গের দশ লক্ষ চাঁই ভোটার নির্বাচন বয়কট করবে। আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হলে তার প্রতিবাদে আমরাও গণ আন্দোলনে সোচ্চার হবো। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি সুরেন্দ্র মণ্ডল ও যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ।

জমি বিক্রয়

উমরপুর হইতে বহরমপুরগামী রাস্তার সংলগ্ন ডান পার্শ্বে গরুর হাটের পার্শ্ববর্তী ১০ কাঠা বসতযোগ্য জমি একত্রে অথবা ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইবে।

যোগাযোগের স্থান

রামচন্দ্র মুন্দ্রা
গৌতম ফার্মেসী, হাসপাতাল মোড়
রঘুনাথগঞ্জ, ফোন নং ৬৬২৮১

ইউনাইটেড গুল ফ্যাক্টরী

(সাজন গুল)

দাঁতের সুরক্ষার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য গুল **'সাজন গুল'** ব্যবহার করুন। এজেন্টদের মোট বিক্রীর উপর আকর্ষণীয় কমিশন দেওয়া হইবে।

যোগাযোগের স্থান : সুশান্তকুমার দাস
(শ্যামল টকীজ এর পাশে)
অরঙ্গাবাদ : মুর্শিদাবাদ

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কার্ড'স ফেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ

2 YEARS WARRANTY

Catch World Cup fever with

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

World **AKAI** Cup '96

Colour TV

Tokyo Japan

DEALER :

Bharat Electronics

Raghunathganj ‖ Phone : 66321

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ‖ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।